তারিখ: ২ এপ্রিল ২০১৪

ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ

৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন পর্যবেক্ষণ

প্রাথমিক বিবৃতি

পর্যবেক্ষণের পরিধি

৩১ মার্চ ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পঞ্চম পর্যায়ের উপজেলা নির্বাচন ফলপ্রসুভাবে পর্যবেক্ষণ করার লক্ষ্যে ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) ৩৪টি উপজেলার (৭৩টি উপজেলার মধ্যে) ১,০০৪টি কেন্দ্রে মোট ১,০০৪ জন পর্যবেক্ষক নিয়োগ করে নির্বাচন কমিশন বাংলাদেশ কর্তৃক গেজেট আকারে প্রকাশিত বিভিন্ন উপজেলার ভোটকেন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ তালিকা থেকে দৈব চয়নের মাধ্যমে কেন্দ্র বাছাই করে ঐসব কেন্দ্রে পর্যবেক্ষক নিয়োগ করা হয়। নিয়োগকৃত পর্যবেক্ষকদের সকলকে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়; যাদের অনেকেরই নির্বাচন পর্যবেক্ষণের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। ইডব্লিউজি'র এই ব্যাপক-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণে যেসব বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয় সেগুলো হল: (১) ভোটকেন্দ্র প্রস্তুতকরণ এবং খোলার সময়কাল (Opening of the polling station) পর্যবেক্ষণ (২) ভোটগ্রহণ কার্যক্রম (Voting Operations) পর্যবেক্ষণ (৩) ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের সমাপ্তি (Closing) ও ভোটগণনা (Counting) পর্যবেক্ষণ এবং (৪) ভোটকেন্দ্রের ভেতরের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ।

ফলাফল

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী পঞ্চম পর্যায়ের এ নির্বাচনে ব্যাপক নির্বাচনী সহিংসতার কারণে নির্বাচন দিনের কার্যক্রম বিঘ্নিত হয় যদিও এ ধাপে সহিংসতার মাত্রা ২৩ মার্চে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের চেয়ে কম ছিল। অধিকাংশ কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রমের জন্য পর্যাপ্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করা হলেও সহিংসতার মাত্রার ব্যাপকতার কারণে তা অনেক কেন্দ্রেই সার্বিকভাবে নস্যাৎ হয়ে যায়। পর্যবেক্ষণকৃত ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটপ্রদানের গড় হার (mean average voter turnout) ৬৩.৭% হলেও ইডব্লিউজি মনে করে জাল ভোটের কারণে এই পরিসংখ্যানে ভোট প্রদানের প্রকৃত হারের প্রতিফলন ঘটেনি।

ইডব্লিউজি'র পরিচিতি

নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৬ সালে বাংলাদেশের ২৯টি প্রতিষ্ঠিত সিভিল সোসাইটি প্রতিষ্ঠানের/সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত হয় ইলেকশন ওয়ার্কিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি)।

ইডব্লিউজি কিছু অবশ্য পালনীয় আচরণবিধির (code of conduct) দ্বারা পরিচালিত হয়ে সারা দেশে ব্যাপক-ভিত্তিক নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইডব্লিউজি জাতীয় সংসদ, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনসহ বিভিন্ন স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন পর্যবেক্ষণ, নির্বাচন-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে এডভোকেসি, নির্বাচনী ব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে মতামত প্রদান করে আসছে।

ইডব্লিউজি এর মূল ম্যানডেট (core mandate) অনুযায়ী চতুর্থ উপজেলা নির্বাচনের প্রত্যেক পর্যায় পর্যবেক্ষণ করছে।

ভোটকেন্দ্র খোলার সময়কাল পর্যবেক্ষণ

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ থেকে দেখা যায়, ৯৯% ভোটকেন্দ্র ভোটগ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও দ্রব্যাদিসহ যথানিয়মে প্রস্তুত করা হয়েছিল এবং ৯৬% ভোটকেন্দ্র সকাল ৮:০০ টার মধ্যে ভোট গ্রহণের জন্য তৈরি ছিল। ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত প্রায় সকল কেন্দ্রে (৯৬%) প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। প্রায় সকল ভোটকেন্দ্রেই (৯৯%) যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে উপস্থিত পোলিং এজেন্ট ও পর্যবেক্ষকদের সামনে ব্যালট বাক্সগুলো খালি অবস্থায় খুলে দেখানো হয়েছিল এবং ভোটকেন্দ্রে বাক্সগুলোতে যথাযথভাবে নিরাপত্তা সিল (security seal) লাগানো হয়েছিল। ভোটগ্রহণ শুরুর সময়ে ৬০% ভোটকেন্দ্রে ১-২০ জন এবং ১১% ভোটকেন্দ্রে ৪০ জনের বেশি ভোটারের লাইন পরিলক্ষিত হয়েছে।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম এবং সহিংসতা

ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী অধিকাংশ ভোটকেন্দ্রে কর্মকর্তাগণ দক্ষতার সাথে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন; ৯৫% ভোটগ্রহণ কর্মকর্তাকে অত্যন্ত সূচারুভাবে ভোটগ্রহণ করতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রের (৯২%) কক্ষগুলো যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে প্রস্তুত করা হলেও ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকরা ৮১টি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেন যেখানে প্রতিবন্ধী ভোটাররা ভোটকেন্দ্রের অবস্থান এবং প্রস্তুতিতে ত্রুটি থাকার কারণে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশে সমস্যার সম্মুখীন হন। পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ৭৭% নারী ভোটকক্ষে নারী ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেয়া হয়েছিল। ৮০% ভোটকেন্দ্রে যথাযথভাবে অমোচনীয় কালির কলম ব্যবহার করা হয়েছিল।

পঞ্চম পর্যায়ের এ নির্বাচনে সারাদিন ব্যাপী নির্বাচনী সহিংসতা এবং ভোটকার্যক্রমে ব্যাপক অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়েছে; নিচের সারণীতে এসব সহিংসতা এবং অনিয়মের বর্ণনা দেওয়া হল:

সহিংসতা এবং অনিয়ম	**ঘটনার সংখ্যা**	**যে কয়টি উপজেলায় ঘটনা সংঘঠিত হয়েছে**	**% (তথ্য প্রদানকারী উপজেলা)**
ভোট জালিয়াতি	৫১	৩৪টির মধ্যে ১৮টি	৫৩
ভোট কেন্দ্রের ভেতরে সহিংস ঘটনা	৫৯	৩৪টির মধ্যে ১৭টি	৫০
ভোটারদেরকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন	১৮৩	৩৪টির মধ্যে ২৬টি	৭৬
আইন অমান্য করে নির্বাচনী প্রচারণা	৫৪	৩৪টির মধ্যে ২২টি	৬৫
ভোটারকে ভোট প্রদানে বাধা প্রদান	১৩	৩৪টির মধ্যে ৭টি	২০
ভোটকেন্দ্র বন্ধ ঘোষণা	২২	৩৪টির মধ্যে ১৩টি	৩৮
পোলিং এজেন্টদেরকে কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া	৬৫	৩৪টির মধ্যে ২০টি	৫৯
ভোট কেন্দ্রের ভেতরে গ্রেফতারের ঘটনা	১৩	৩৪টির মধ্যে ১০টি	২৯
ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকদেরকে গণনা প্রক্রিয়া দেখতে না দেয়া	৩৯	৩৪টির মধ্যে ১৩টি	৩৮

উপরোক্ত সহিংসতার মাত্রা ও গভীরতা বুঝার জন্য ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ বেশ কিছু ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন যা নিচে বর্ণনা করা হয়েছে। ইডব্লিউজি সচিবালয় সহিংসতার এসব ঘটনা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা, স্থানীয় নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং উপস্থিত অন্যান্য প্রতিনিধিদের সাথে কথা বলেছে।

- **লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলা:** ভোটগ্রহণ শুরু করার পূর্বে এই উপজেলার তিনটি ভোটকেন্দ্রে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ ব্যালট বাক্সের মধ্যে বিপুল সংখ্যক ব্যালট পেপার দেখতে পান এবং এই বাক্সগুলোই ভোটগ্রহণে ব্যবহার করা হয়।

- **লক্ষ্মীপুর সদর, সাতক্ষীরা সদর এবং টাঙ্গাইল উপজেলা:** পর্যবেক্ষকদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী বেশ কিছু ভোটকেন্দ্রে অপেক্ষমান ভোটারদেরকে ভোটকক্ষে নিয়ে আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগানো হয় এবং তাদেরকে ভোট না দিতে দিয়ে বলা হয় ইতোমধ্যে তাদের ভোটপ্রদান হয়ে গেছে; এভাবে তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

- **বেলকুচি উপজেলা:** ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী এ উপজেলার একটি ভোটকেন্দ্রের একটি কক্ষে একজন প্রার্থীর ১৩ জন সমর্থক প্রবেশ করে বিপুল সংখ্যক ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নেয় এবং সেগুলোতে সিল মেরে বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়। উপস্থিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

- **শ্রীপুর উপজেলা:** ভোট গণনা করার সময় একটি ভোট কেন্দ্রের গণনা কক্ষে ৫ জন লোক জোরপূর্বক প্রবেশ করে; তারা প্রিজাইডিং অফিসারকে গণনা প্রক্রিয়া বন্ধ করতে বলে এবং তাদের দেয়া অসত্য তথ্য দিয়ে চূড়ান্ত ফলাফল লিখতে বলে।

এসব অনিয়মের ঘটনা সংঘটিত ব্যাপক সংখ্যক ঘটনার একটি অংশ মাত্র; এবং একাধিক উপজেলায় ভোটের ফলাফল পরিবর্তনের জন্য এসব ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটানো হয়েছে।

ভোটগ্রহণ কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা ও ভোটগণনা

ইডব্লিউজি পর্যবেক্ষিত ৯৪% ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়। গণনাকালে ৮% ভোটকেন্দ্রে প্রার্থীর এজেন্টগণকে গণনা প্রক্রিয়া নিয়ে প্রতিবাদ বা আপত্তি করতে দেখা গেছে। গণনার পর প্রিজাইডিং অফিসারগণ ১২% কেন্দ্রে নিয়ম অনুযায়ী ফলাফল টাঙ্গিয়ে দেয়নি। দিনের অন্যান্য সময়ে বেশ কিছু ভোট কেন্দ্রে সংঘটিত ভোট জালিয়াতির ঘটনা ঘটায় ইডব্লিউজি ভোট গণনা প্রক্রিয়ার সঠিকতা নিয়ে সন্দিহান।

পর্যবেক্ষণে বাধা বিপত্তি

ইডব্লিউজি'র আটজন পর্যবেক্ষককে সংশ্লিষ্ট প্রিজাইডিং অফিসারগণ ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করতে বাধা প্রদান করেন; অন্যদিকে ভোট গণনার সময় ইডব্লিউজি'র ৩৯ জন পর্যবেক্ষককে গণনা কক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নির্বাচনী আইন অনুযায়ী প্রিজাইডিং অফিসার এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পর্যবেক্ষক কার্ডধারী একজন পর্যবেক্ষককে পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়া এবং গণনা দেখা থেকে বিরত রাখতে পারেন না। লক্ষ্মীপুর সদর এবং সাতক্ষীরা সদর উপজেলার বেশ কিছু কেন্দ্রে সহিংসতার কারণে ইডব্লিউজি'র পর্যবেক্ষকগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে এবং কেন্দ্র ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। টেকনাফ উপজেলায় ইডব্লিউজি ৩০টি পর্যবেক্ষণ কার্ডের জন্য আবেদন করে। নির্বাচন কমিশন ঐ সংখ্যক কার্ড প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ দিলেও সে তার ইচ্ছানুযায়ী ২৫টি কার্ড প্রদান করেন।

মো. আব্দুল আলীম
পরিচালক

(এটি একটি প্রাথমিক বিবৃতি। অধিকতর তথ্য সম্বলিত বিস্তারিত প্রতিবেদনটি পরবর্তীতে প্রকাশ করা হবে।)